হলুদ বনে কলুদ ফুল

অশোককুমার মিত্র

পুনশ্চ

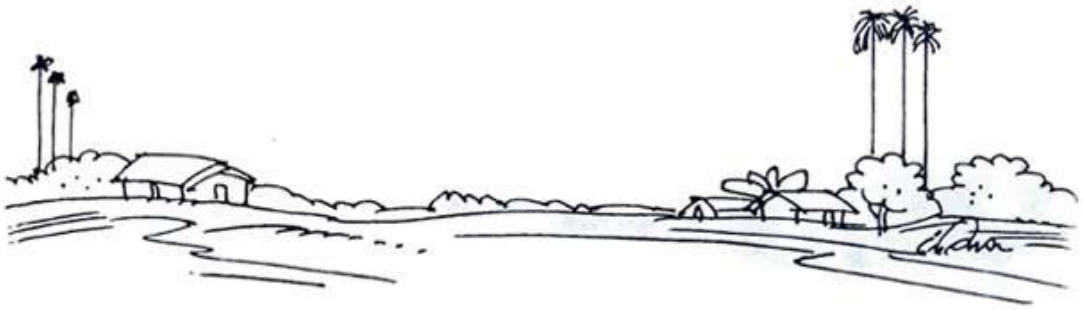

সূচিপত্র

পারাপার	৯
ছবি	১০
সে	১১
মোহনতুলির কুমোরটুলি	১২
ইচ্ছে-লতায়	১৩
তিনটে পাখি	১৪
চিঠি	১৫
বাবা-র কথা	১৬
নখ মুকুরে দেখা	১৭
বাংলা মানে	১৮
হাস্‌নুহানার কথা	১৯
ব্যাকরণীয়	২০
জাদু তুলি	২১
খবরা খবর	২২
রায় দীঘিতে মাছ ধরা	২৩
পাতার বাঁশি	২৪
চেনা অচেনা	২৫
নাই ভেড়ালে নাও	২৬
শরতের ছবি	২৭
বন্ধু	২৮
একুশে ফেব্রুয়ারি	২৯
আমার গ্রাম	৩০
মাপ রহস্য	৩১
ছবি শুধু ছবি	৩২
কী উপায়	৩৪
রূপকথাপুর	৩৫
তোদের নামে	৩৬
দ্রিঘাংচুর জন্যে	৩৭
ইচ্ছের সলতে-য়	৩৮
মিথ্যে বড়াই	৩৯
রোদ রোদ্দুর রোদ	৪০
জলের জেলখানায়	৪২
চিরন্তন	৪৩
ছুটির গাড়ি	৪৪
সাহেব মোসাহেব সংবাদ	৪৫
আকাশ মণি	৪৬
কথা	৪৭
কে	৪৮
গ্রহান্তরের কাণ্ড যত	৪৯
ঠিক ঠিকানা	৫০
ভুলের অঙ্ক	৫১
সে কোন্ কুটুম	৫২
সেই সাঁকোটা	৫৩
ঘুমন্ত দুপুর	৫৪
স্বপ্ন নেবে গো	৫৫
মেঘের ছাতা	৫৬
ছন্দের দুনিয়ায়	৫৭
বাণীপুর গ্রামে	৫৮
ইচ্ছে তুলি	৫৯
টুকরো ছবি	৬০

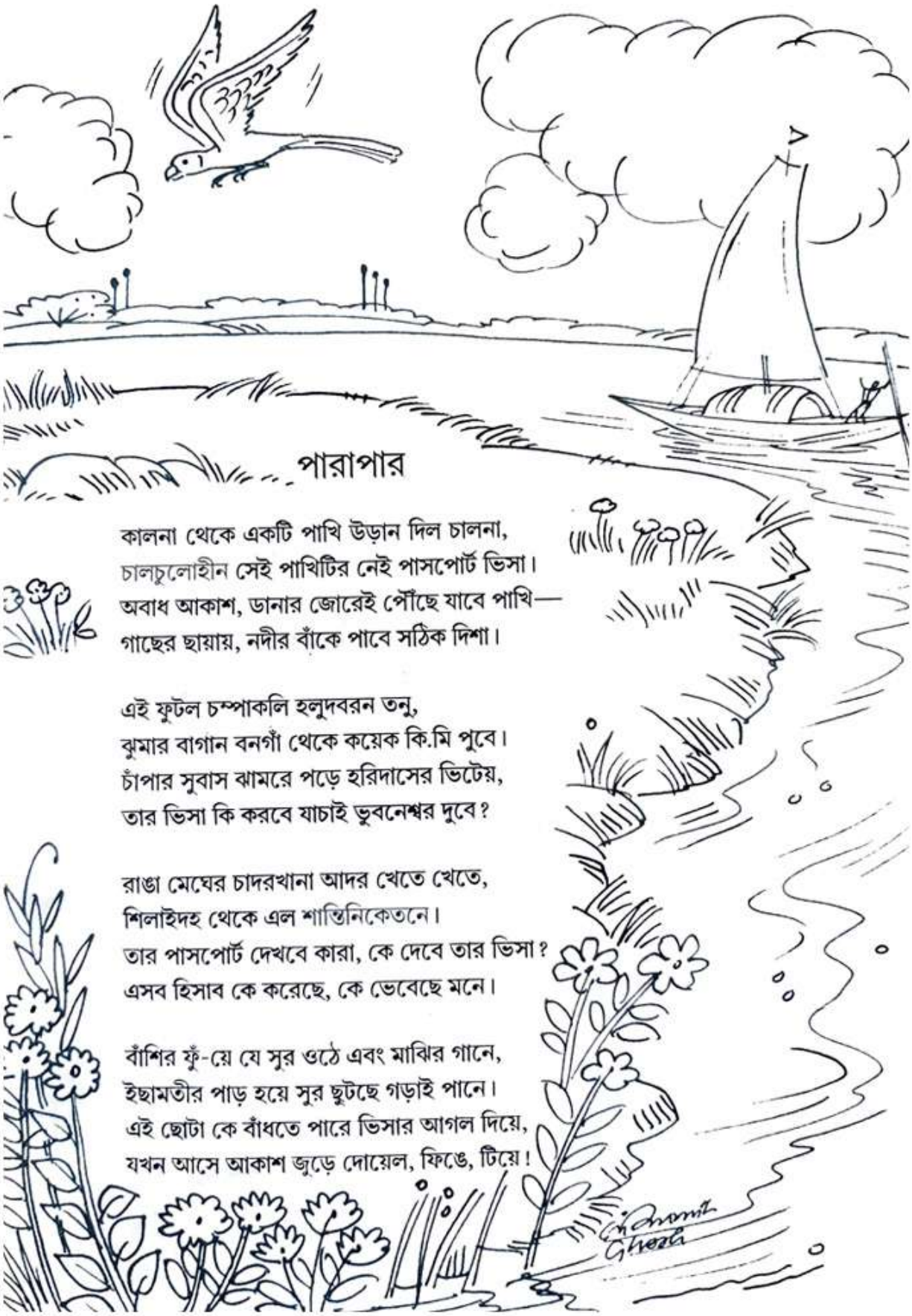

পারাপার

কালনা থেকে একটি পাখি উড়ান দিল চালনা,
চালচুলোহীন সেই পাখিটির নেই পাসপোর্ট ভিসা।
অবাধ আকাশ, ডানার জোরেই পৌঁছে যাবে পাখি—
গাছের ছায়ায়, নদীর বাঁকে পাবে সঠিক দিশা।

এই ফুটল চম্পাকলি হলুদবরন তনু,
ঝুমার বাগান বনগাঁ থেকে কয়েক কি.মি পুবে।
চাঁপার সুবাস ঝামরে পড়ে হরিদাসের ভিটেয়,
তার ভিসা কি করবে যাচাই ভুবনেশ্বর দুবে?

রাঙা মেঘের চাদরখানা আদর খেতে খেতে,
শিলাইদহ থেকে এল শান্তিনিকেতনে।
তার পাসপোর্ট দেখবে কারা, কে দেবে তার ভিসা?
এসব হিসাব কে করেছে, কে ভেবেছে মনে।

বাঁশির ফুঁ-য়ে যে সুর ওঠে এবং মাঝির গানে,
ইছামতীর পাড় হয়ে সুর ছুটছে গড়াই পানে।
এই ছোটা কে বাঁধতে পারে ভিসার আগল দিয়ে,
যখন আসে আকাশ জুড়ে দোয়েল, ফিঙে, টিয়ে!

ছবি

নদীর বুকে ছোট্ট ডিঙি
ডিঙির মাথায় সাঁকো,
আঁকো খোকন আঁকো,
সাঁকোর ছবি আঁকো।

সাঁকোর পরে একখানা মাঠ
মাঠের শেষে বিল,
আকাশ জুড়ে উড়ছে দ্যাখো
একশোটা গাঙ্ চিল।
বিল পেরিয়ে পাইকারি হাট
হাটের পরেই পথ,
পথ ধরে ওই গড়িয়ে গেল
জগন্নাথের রথ।
পথের মাঝে ডানহাতি বাঁক
তারপরেতে ঘর;
সেই ঘরের-ই আঁকছে ছবি
খোকন অতঃপর।
ঘরের পরে কী?
বইচি বনে থোপায় থোপায়
জ্বলছে জোনাকি।

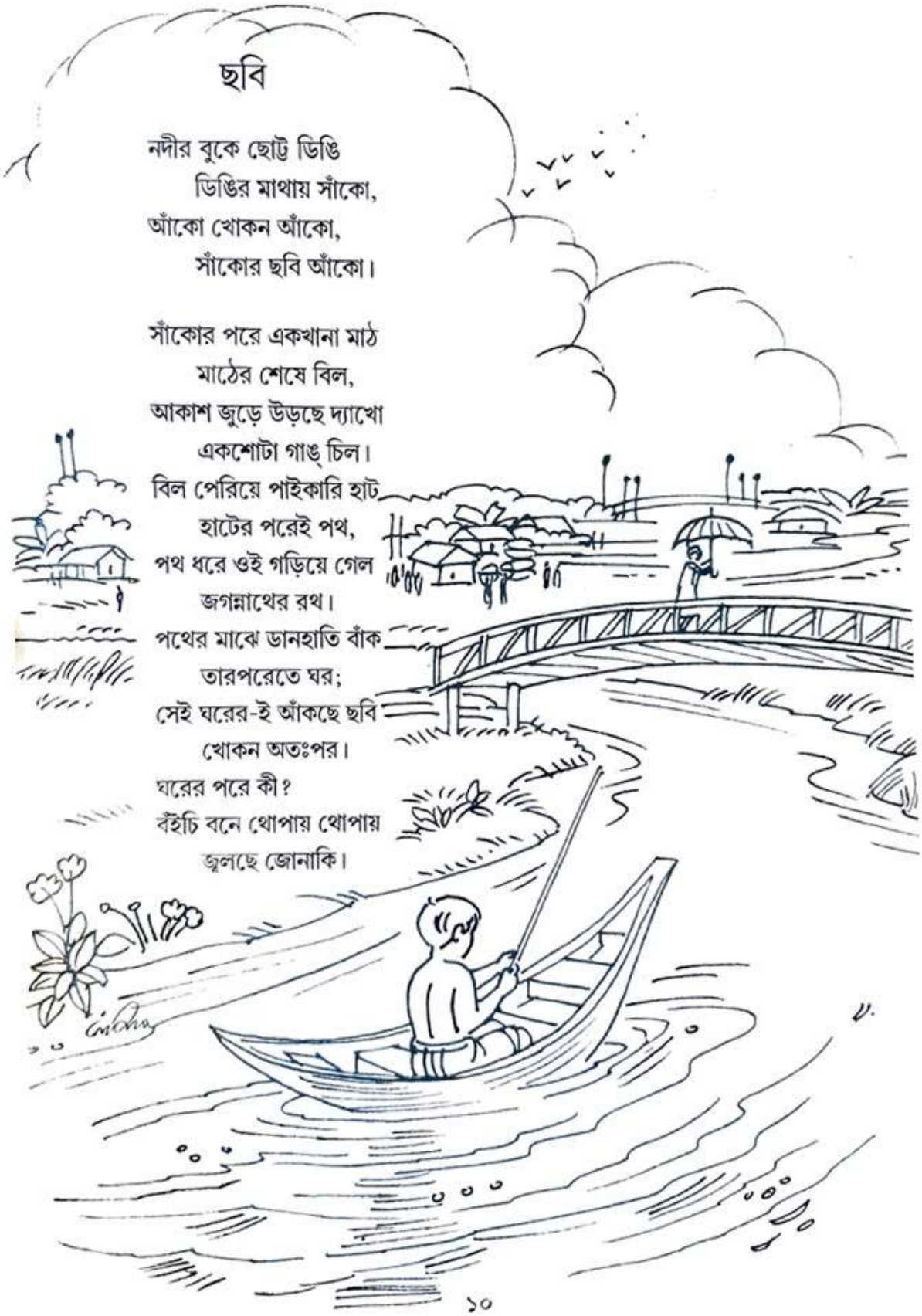

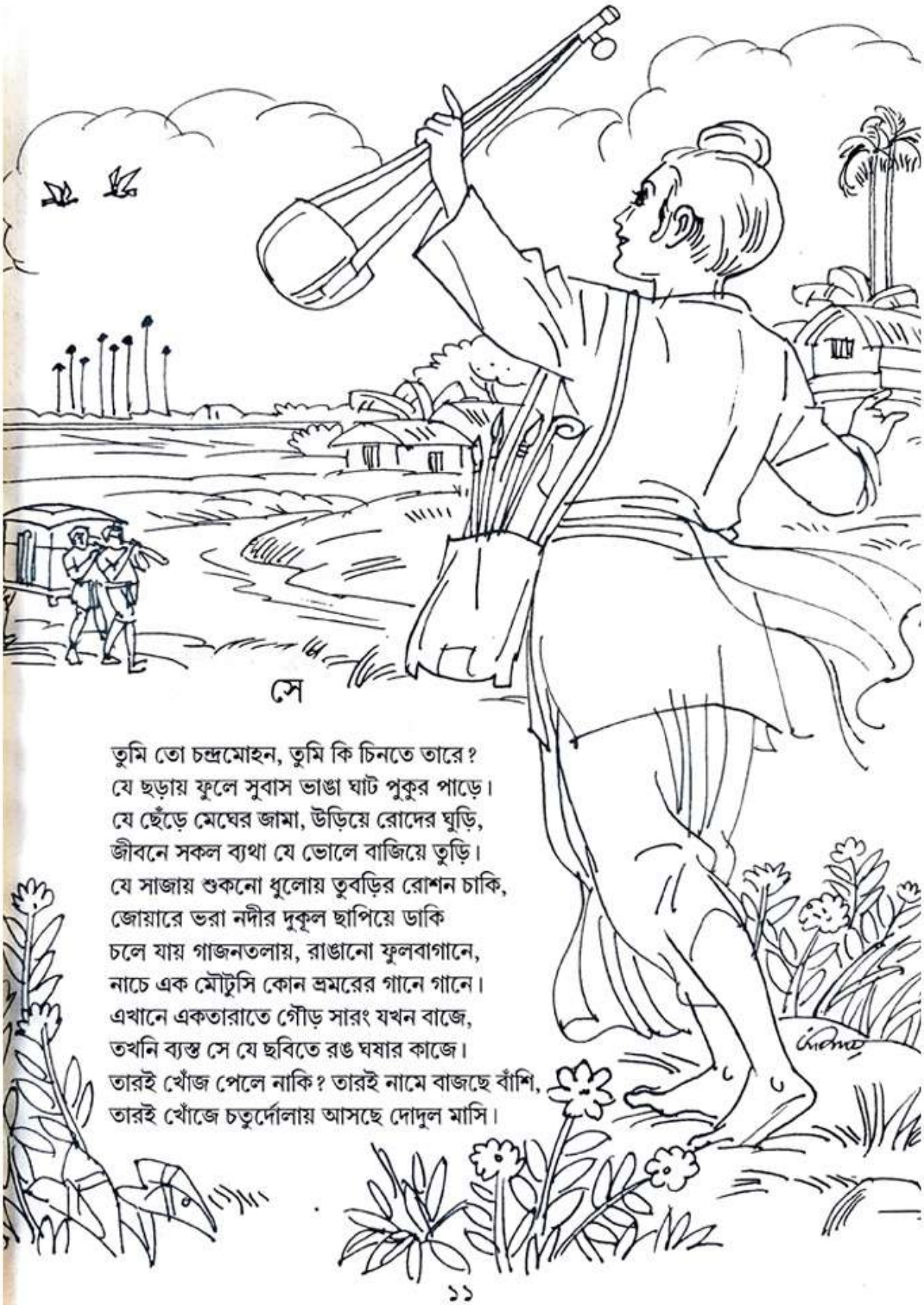

সে

তুমি তো চন্দ্রমোহন, তুমি কি চিনতে তারে?
যে ছড়ায় ফুলে সুবাস ভাঙা ঘাট পুকুর পাড়ে।
যে ছেঁড়ে মেঘের জামা, উড়িয়ে রোদের ঘুড়ি,
জীবনে সকল ব্যথা যে ভোলে বাজিয়ে তুড়ি।
যে সাজায় শুকনো ধুলোয় তুবড়ির রোশন চাকি,
জোয়ারে ভরা নদীর দুকূল ছাপিয়ে ডাকি
চলে যায় গাজনতলায়, রাঙানো ফুলবাগানে,
নাচে এক মৌটুসি কোন ভ্রমরের গানে গানে।
এখানে একতারাতে গৌড় সারং যখন বাজে,
তখনি ব্যস্ত সে যে ছবিতে রঙ ঘষার কাজে।
তারই খোঁজ পেলে নাকি? তারই নামে বাজছে বাঁশি,
তারই খোঁজে চতুর্দোলায় আসছে দোদুল মাসি।

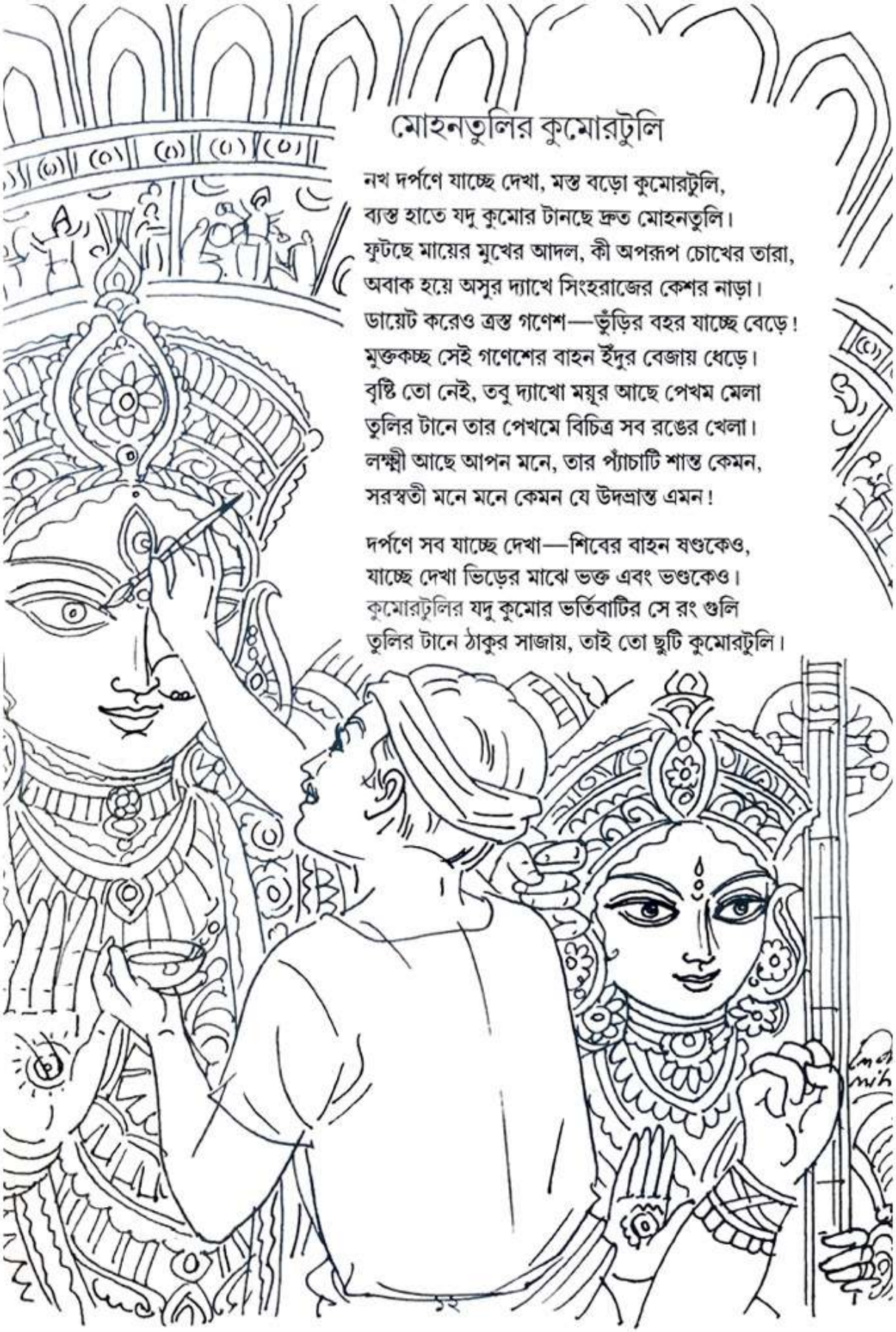

মোহনতুলির কুমোরটুলি

নখ দর্পণে যাচ্ছে দেখা, মস্ত বড়ো কুমোরটুলি,
ব্যস্ত হাতে যদু কুমোর টানছে দ্রুত মোহনতুলি।
ফুটছে মায়ের মুখের আদল, কী অপরূপ চোখের তারা,
অবাক হয়ে অসুর দ্যাখে সিংহরাজের কেশর নাড়া।
ডায়েট করেও ত্রস্ত গণেশ—ভুঁড়ির বহর যাচ্ছে বেড়ে!
মুক্তকচ্ছ সেই গণেশের বাহন ইঁদুর বেজায় ধেড়ে।
বৃষ্টি তো নেই, তবু দ্যাখো ময়ূর আছে পেখম মেলা
তুলির টানে তার পেখমে বিচিত্র সব রঙের খেলা।
লক্ষ্মী আছে আপন মনে, তার প্যাঁচাটি শান্ত কেমন,
সরস্বতী মনে মনে কেমন যে উদভ্রান্ত এমন!

দর্পণে সব যাচ্ছে দেখা—শিবের বাহন ষণ্ডকেও,
যাচ্ছে দেখা ভিড়ের মাঝে ভক্ত এবং ভণ্ডকেও।
কুমোরটুলির যদু কুমোর ভর্তিবাটির সে রং গুলি
তুলির টানে ঠাকুর সাজায়, তাই তো ছুটি কুমোরটুলি।

ইচ্ছে-লতায়

ছবির মতো মাঠ ছিল এক
ঢেউ ছলছল পুকুর,
নাচ দেখাতো রুপুলি মাছ
ইচ্ছে হলে খুকুর।
খেলত খোকা খেলার মাঠে
ক্রিকেট-হকি আর—
ফুটবল ও দারিয়াবান্ধা
লাগতো চমৎকার।
গাছ চিল বট, বেজায় বুড়ো
হরেক পাখির বাসা,
পাখ্‌পাখালির উড়ুৎ-ফুড়ুৎ
জমত খেলা খাসা।
আকাশ ছিল সুনীলবরণ
মেঘ ভাসত তাতে,
থালার মতো চাঁদ উঠত
পৌর্ণমাসির রাতে।
পুকুর এখন মাঠ হয়েছে
গাছ গিয়েছে কাটা,
মাঠ গিলছে রাঘব-বোয়াল
হাইরাইজের হাঁ-টা।
এদিকে চাই ওদিকে চাই
শুধুই বাড়ির সারি,
আকাশ ছুঁতে এখন তাদের
পাল্লা চলে ভারি।
ইচ্ছে-লতায় ফুল ফোটে না
খুকুর এমন দিনে,
খোকার খেলা সন্ধ্যে-সকাল
চলছে টি.ভি-র স্ক্রিনে।